দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 MAY 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৩

ঢাবি ছাত্রলীগের পাল্টাপাল্টি কমিটি

কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা মুখোমুখি অবস্থানে

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পাল্টাপাল্টি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেছে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। এ নিয়ে গত দুই দিন ধরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে, সৃষ্টি হয়েছে বিতর্কের। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংঘর্ষের আশংকা করছেন ছাত্রলীগ নেতারা।

গত বছরের ১১ জুলাই ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়

২৪ পৃষ্ঠার পর

সিদ্দিকী নাজমুল আলম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে মেহেদী হাসান ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওমর শরীফের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাদের স্বাক্ষরিত ৭২ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে কেন্দ্রে পাঠান। প্রায় আড়াই মাস পর গত মঙ্গলবার বিকালে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত ১৩৭ সদস্যের একটি কমিটি ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যম অফিসে পাঠানো হয়। ওই কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর নেই। কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় শাখাকে না জানিয়ে কমিটি ঘোষণা করেছে—এমন সংবাদের পর তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক গত ফেব্রুয়ারিতে তাদের গঠিত কমিটির নাম-তালিকা একই দিন (গত মঙ্গলবার) প্রকাশ করেন। কেন্দ্রের পাঠানো কমিটি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলছেন, তারা ওই কমিটি সম্পর্কে জানেন না। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে ১৩৭ সদস্যের কমিটি গঠনের নিয়ম নেই। জেলা শাখার মর্যাদায় থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে সর্বোচ্চ ১২১ সদস্য রাখা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেহেদি হাসান মোল্লা বলেন, 'আমরা কেন্দ্রে ৭২ সদস্যের কমিটি পাঠিয়েছি পরামর্শ ও অনুমোদনের জন্য। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আমাদের না জানিয়ে কমিটি গণমাধ্যমে পাঠিয়েছে। এটি সাংগঠনিক নিয়ম ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ বলেন, 'কোন শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অবগতি এবং স্বাক্ষর ছাড়া ঐ শাখার কমিটি গঠিত হতে পারে না। কেন্দ্র যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেছে তাতে আমাদের স্বাক্ষর নেই। জানানোও হয়নি। এটি কিভাবে সম্ভব? এ ধরনের অপরাজনীতির চর্চা ছাত্রলীগে নেই। এটি ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ধ্বংসের চেষ্টা।' তিনি বলেন, 'কেন্দ্র ঘোষিত এই কমিটি তাই মেনে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

উভয় কমিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, কেন্দ্র ঘোষিত কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের শীর্ষ দুই নেতার কোথাও অনুমোদন নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশার স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া কমিটিতে ১২জন সহ-সভাপতির পদ উল্লেখ করলেও কেন্দ্র ঘোষিত কমিটিতে করা হয়েছে ২৯ জনকে। এদের মধ্যে ৩ জনের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের রাজনীতি করার অভিযোগ রয়েছে। সহ-সভাপতি পদধারীদের মধ্যে রয়েছে এফ.এম রফিকুল ইসলাম লিটন, মোঃ শাহিনুর রহমান, আবু তাহের, আতিকুর রহমান রতন, মিথুন কুমার দাস, ফারুক হোসেন, আনোয়ার হোসেন সুমন, নূর মোহাম্মদ, এ.এস.এম মামুন, মহসিন মিয়া, এরশাদ হোসেন, সিরাজুদ দোজা মোঃ সগীর (সিরাজ), দীন ইসলাম, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, মোঃ এনির হোসেন, অনুশীলা বিশ্বাস তিতলি, ফিরোজ আহমেদ, তাজিবুল হাসান তাজিন, হামিদুল্লাহ মিয়া অমিত, মানিক, আল ইমরান, তৌহিদুজ্জামান সরকার ধ্রুব, রাকিবুল আলম সৌরভ, রাকিবুল হাসান, মামুন, শরিফুল হাসান ফারুক, মবিন সরদার, হাবিবুর রহমান সুমন, এনায়েত হোসেন রেজা, হিমেল।

যুগ্মসাধারণ সম্পাদক পদে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ৪ জনকে অনুমোদন দিলেও কেন্দ্র ৭ জনের নাম ঘোষণা করে। তারা হলেন-সঞ্জয় কুমার মুখার্জী, আল আমিন, আলী রেজা রাকিব, আসাদুজ্জামান অনি, মোঃ নাহিদ হাসান, ফিরোজ মিয়া, রেজাউল করিম রেজা। যাদের মধ্যে বিবাহিত ছাত্রনেতাও রয়েছে।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৪ জনের স্থলে ৭ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। এরা হচ্ছেন-আশেক মাহমুদ সবুজ, মাহবুবুল ইসলাম জেমস, শেখ শাহীন সামাদ, মাকসুদুর রহমান, চন্দ শেখর মণ্ডল, মোঃ, ইব্রাহিম মিয়া, আদিত্য নন্দী। এদের প্রথমজনের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অভিযোগ ও দ্বিতীয়জন ক্যাম্পাস থেকে আজীবন বহিষ্কৃত।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের তৈরি কমিটিতে থেকেও কেন্দ্র প্রণীত কমিটিতে ১০ জন পদবঞ্চিত হয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন- বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এইচ এম শাহ আলম, অর্থ সম্পাদক ফজলুল হক সুমন, উপ-অর্থ সম্পাদক এনায়েত হোসেন রেজা, পরিবেশ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা প্রমুখ।

গঠনতন্ত্র মেনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম। তিনি বলেন, সংশোধিত ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র মেনেই এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেউ না মানলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কমিটিতে কোনো ধরনের আঞ্চলিকতা প্রাধান্য পায়নি। যোগ্যরাই পদ পেয়েছে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, 'সবার সাথে আলোচনা করেই কমিটি গঠন করা হয়েছে।' তবে ঐ বক্তব্য অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ।